নাওয়াকিদুল ইসলাম

ইমান ভাঙার দশ কারণ

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

minbar

নাওয়াকিদুল ইসলাম

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

নাওয়াকিদুল ইসলাম

কিছু কিছু বিষয় আছে, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়, কাফিরে পরিণত করে। এ ব্যাপারে সবারই সচেতন থাকতে হবে। নিচে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো।

১. শিরক—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তাই জাহান্নামই তার বাসস্থান। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।’ (সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৭২)

মৃতকে ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, নজরানা দেয়া বা তাদের নামে কোনো কিছু উৎসর্গ করা, এ সবই শিরক।

২. আল্লাহ ও নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করা, তাদের কাছে দুয়া করা, তাদের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা। আর তাদের ওপর ভরসা স্থাপন করা হচ্ছে কুফর।

৩. যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না কিংবা তাদের বিশ্বাস যে কুফর, এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, সে ব্যক্তি কাফির।

৪. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত ও তাঁর আনীত জীবনবিধানের চাইতে অন্য কোনো মতবাদ, দর্শন ও জীবনবিধানকে কেউ যদি

উত্তম মনে করে—যদি একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মনে করে—তবে সে ব্যক্তি কাফির। এটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের চেয়ে তাগূতের বিধানকে উত্তম মনে করে। এগুলোর কিছু উদাহরণ :

উদাহরণ-১ : ইসলামি শরিয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন, সংবিধান ও ব্যবস্থাকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা। এর কিছু উদাহরণ হলো:

~ এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি বিধান উপযোগী নয়।

~ ইসলামের কারণেই মুসলিমরা পিছিয়ে আছে।

~ অথবা ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক মাত্র, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামকে টেনে আনা অযৌক্তিক।

উদাহরণ-২ : এই কথা বলা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির প্রয়োগ—যেমন চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর মারা—বর্তমান যুগে অচল, মানানসই নয়।

উদাহরণ-৩ : এই বিশ্বাস রাখা যে, লেনদেন, শাস্তি কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসব বিধান নাযিল করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে নিজ থেকেও আইন তৈরি করা যাবে। হতে পারে আইনপ্রণেতা তার প্রণীত আইনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইনের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন—যেমন যিনা, মদপান অথবা সুদ—তা হালাল বলে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে সে প্রকৃতপক্ষে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আইনের চেয়ে তার প্রণীত আইনই উত্তম। মুসলিম উম্মাহ একমত, যারা এসব হারামকে হালাল বলে ঘোষণা করবে তারা কাফির।

৫. রাসুলুল্লাহ যা হালাল বলেছেন, এর কোনো অংশ যদি কেউ ঘৃণা করে, তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এমনকি ওই হালালের ওপর আমল করলেও সে কাফির বলে গণ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

‘এটি এ জন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। এ জন্যই তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।’ (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯)

৬. কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান, ইসলামের কোনো শাস্তি বা পুরস্কারের বিষয় নিয়ে হাসিতামাশা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

‘আপনি বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?’ ছলনা করো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ইমান আনার পর।’ (সুরা তাওবাহ, ৯ : ৬৫-৬৬)

৭. জাদু করা, যেমন জাদুটোনার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসাকে ঘৃণায় পরিণত করা, তাদের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করা এবং জাদুর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো কাজ করতে প্রলুব্ধ করা, যা সে অপছন্দ করে। যদি কেউ এমন কাজে লিপ্ত হয় কিংবা এতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

‘অথচ এই দুই মালাক কাউকে (জাদু) শেখানোর সময় (আগেই) বলে নিত, ‘আসলে আমরা কিন্তু একটি পরীক্ষা, তাই (আমাদের শেখানো জিনিস দিয়ে) কুফরি করো না।’ ’ (সুরা বাকারাহ, ২ : ১০২)

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

‘তোমাদের কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ কখনো জালিমদের হিদায়াত করেন না।’ (সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৫১)

৯. কাউকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়াহর ঊর্ধ্বে মনে করা। কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ইসলামি শরিয়াহর ঊর্ধ্বে মনে করে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন তালাশ করে, কস্মিন্‌কালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৫)

১০. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা। না এর অনুশাসন শিক্ষা করা, না এর ওপর আমল করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

'তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যাকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো।' (সুরা সাজদাহ, ৩২ : ২২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

'আর কাফিরদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তারা তা উপেক্ষা করে।'
(সুরা আহকাফ, ৪৬ : ৩)

এই ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়গুলো কৌতুকবশত বা আন্তরিকভাবে কিংবা ভীত হয়ে, যেভাবেই করা হোক না কেন, তা একজনকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়, কাফিরে পরিণত করে। হ্যাঁ, যদি সে প্রাণনাশের আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে করে, তবে ভিন্ন কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ক্রোধ ও কঠিন আযাবের কারণ এসব কাজ থেকে আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।